ইতিহাস
দ্বাদশ শ্রেণি

১. স্মৃতিকথা কীভাবে ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে?

উঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইতিহাস রচনায় স্মৃতিকথার গুরুত্ব ঐতিহাসিকদের কাছে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ANNAL HISTORIAN-দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জার্মানিতে ন্যাৎসিবাহিনির বর্বরতা বা ভারতে দেশভাগ পরবর্তী সমস্যার বাস্তবমুখী ছবি স্মৃতিকথা থেকে ভালোভাবে জানা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

i. সেমন্তী ঘোষ এর-দেশভাগ — স্মৃতি ও স্তব্ধতা

ii. মান্নাদের জীবনের জলসাঘরে

iii. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদবাস্তুর

iv. অ্যানফ্রাঙ্ক-এর ANNE FRANK : THE DIARY OF A YOUNG GIRL.

২. মিউজিয়ামের বিবর্তন ও ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উঃ প্রাচীনকাল থেকে শাসক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের প্রয়োজনে সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিল। দিল্লি সুলতানি ও মুঘল আমলে বিভিন্ন নথিপত্র সংরক্ষণ করা হত। চিত্রশালাও নির্মিত্র হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে ‘জ্ঞানের সংবহন’-এর প্রয়োজনে ইউরোপে মিউজিয়াম নির্মিত হতে থাকে।

মিউজিয়াম মূল্যবান সমাগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে। অতীতের বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়ের সাক্ষী এই নিদর্শনগুলি।